AUSTRALIAN HIGH COMMISSION
BANGLADESH

25 April 2020

Anzac Day 2020

On the 105th Anniversary of Anzac Day, the Australian High Commission in Dhaka paid tribute to Australian and New Zealand servicemen and women who died in wars and conflicts. On 25 April 1915, troops from the Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) landed in Gallipoli, Turkey. That was the first time Australian troops fought together as a nation.

Australian High Commissioner Jeremy Bruer paid his homage in a private service at the High Commission. Mr Bruer said, “Anzac Day is the day Australians come together in remembrance. But this year, as we face the COVID-19 pandemic, we come together in spirit, instead of in person, to keep the Anzac spirit alive and honour our veterans and service.”

The High Commissioner remembered the brave individuals who have served, and continue to serve, during times of war and peace, including the 30 Australian and New Zealand airmen who died in the Burma campaign during the Second World War, and whose graves are located at the Chittagong and Comilla War cemeteries.

Among the tens of thousands of soldiers from many countries who lost their lives during the eight-month-long campaign were more than 8,000 Australians and 2,700 New Zealanders. As a descendant of one of the original Anzacs, Mr Bruer said one of the aspects of Anzac Day of which he was most proud was the way it has brought old enemies together.

The High Commissioner said that during the Gallipoli campaign the ANZACs forged a reputation for courage in adversity, dedication to duty and self-sacrifice. Recognising the difficult circumstances arising from the COVID-19 crisis, the High Commissioner thanked service personnel around the world, who are playing their important part in responding to the pandemic and helping to save lives.

অ্যানজাক দিবস

অ্যানজাক দিবসের ১০৫তম বার্ষিকীতে, অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন ঢাকা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সেনা এবং নারীদের যারা যুদ্ধ এবং সংঘর্ষে মারা গেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ১৯১৫ সালের ২৫শে এপ্রিল, অস্ট্রেলিয়ান এবং নিউজিল্যান্ড আর্মি কোর (অ্যানজাক) এর সৈন্যরা তুরস্কের গ্যালিপোলিতে অবতরণ করে। সেবারই প্রথম অস্ট্রেলিয়ান সেনারা জাতি হিসাবে একসঙ্গে লড়াই করেছিল।

অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনার জেরেমি ব্রুয়ার, হাইকমিশনে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। হাইকমিশনার ব্রুয়ার বলেন, "অ্যানজাক দিবসে অস্ট্রেলিয়ানরা একত্রিত হয় স্মরণ অনুষ্ঠানের জন্য। তবে এই বছর, আমরা কোভিড -১৯ মহামারীর কারণে নিজেরা একত্রিত হওয়ার বদলে মনে মনে সবাই এক হয়ে অ্যানজাকের স্পৃহা এবং আমাদের প্রবীণ সেনাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

হাই কমিশনার স্মরণ করেন সকল সাহসী ব্যক্তিকে যারা যুদ্ধ এবং শান্তির সময় তাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে ৩০ জন অস্ট্রেলিয়ান এবং নিউজিল্যান্ড এয়ারম্যান যারা দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় বার্মা অভিযানে মারা যান এবং যাদের সমাধি দেয়া হয় চট্টগ্রাম এবং কুমিল্লার যুদ্ধ সমাধিস্থলে।

অনেক দেশের হাজারো সেনা যারা এই আট মাসব্যপী অভিযানের সময় মারা যান তাদের মধ্যে আট হাজারেরও বেশি অস্ট্রেলিয়ান এবং ২,৭০০ এর বেশি নিউজিল্যান্ডার ছিলেন। অ্যানজাক একজনের বংশধর হিসাবে হাইকমিশনার ব্রুয়ার বলেন যে অ্যানজাক দিবসের অন্যতম দিক যা নিয়ে তিনি সবচেয়ে গর্বিত তা হল পুরানো শত্রুদের একত্রে হওয়া।

হাই কমিশনার বলেন যে গ্যালিপোলি অভিযানের সময় অ্যানজাকরা প্রতিকূলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে সাহসের জন্য সুনাম অর্জন করেন। কোভিড – ১৯ সংকট থেকে উদ্ভূত কঠিন পরিস্থিতিতে, হাই কমিশনার সারা বিশ্বের সেবাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান, যারা মহামারীটি মোকেবেলায় এবং মানুষের জীবন বাঁচাতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।